অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল

BANGLADARSHAN.COM

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুদিন পরে

দুদিন পরে মনে পড়ছে তোমার সেই হলুদ চিঠিখানির
উত্তর দেওয়া হয়নি
উত্তর মানে, অমন একটিই কাগজ তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া
ভাষার নির্দেশহীন, শূন্য
ও অপরিসীম বেদনার মতো ফাঁকা
চিঠি তোমার নিরক্ষর, মনে আছে কি ?
এমন করলে ?
মনে হয়, একটি অনন্তশায়ী কথা শুরু করে শেষ হবে না তাই
গোটা কাগজটাই ফাঁকা রেখে মহিমময় শূন্যতা বোঝাই
পাঠিয়ে দিয়েছো
ডাকপিয়নের হাসি আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করেছে
আমি কলম থেকে কালি বিস্তর ছিটিয়ে
যদি মুখ পাই, দেয়ালের কোণ, কিংবা
আলুথালু সাঁতার...
চেষ্টা করেছি
আমি তোমার মতো অমন বাড়ি খালি রেখে
চুপচাপ বসে থাকতে শিখিনি।

BANGLADARSHAN.COM

আমি তো নিরঞ্জন

বৃষ্টি পড়লেই তুমি খুশি
কথার জট পাকানো সুতোর বাণ্ডিল পড়ে রইল যেমন তেমন
তুমি গা ছেড়ে বসলে
কোথায় গেলো ঘোলা জলের যৎসামান্য ঘূর্ণী, জলের পাক
নৌকোর আলো, মনুমেণ্ট...
তোমার গায়ে বিচক্ষণ হাত দিলেই কাঁটা বেঁধে এখন
তুমি সজারুর রোমাঞ্চে সাবধানী
দিশাহারা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতন কথা বললে :
এভাবে কাঁদতে পারলে সত্যিই খুশি হতুম, তুমি ?
আমি মাথা-নড়ে কড়ি-পড়ের মতন অগোছালো
জবাবে বলে উঠি : আমি এদের কেউ নই,
আমি তো নিরঞ্জন !

BANGLADARSHAN.COM

কাছে এসো, ব’লে তুমি

এক সময় আমার দুটো হাতই ছিলো না
তুমি আমার মুখ ধুইয়ে দিতে
মুছে দিতে প্রাত্যহিক ধুলোবালি, গা করে তুলতে
মণ্ডপের মতন সেবার উদ্ধার…
সে সময়টা ভারি জবর কেটেছে
গায়ে দোলাই
রোদ্দুরে কোলে এনে সঁপে দিতে আমাকে
আমি সারাদিন মনে মনে তোমার সমর্থ স্বপ্নে ভেসে বেড়াতুম।

একদিন হঠাৎ পা দুটো থেকেও সহায় ছেড়ে গেলো
হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, এবার তোমাকে সম্পূর্ণ পাবো
আমার যে সব গেছে, চিৎকারে
জানালুম তোমায়।
কাছে এসো, ব’লে তুমি, অনেক দূরে সরে গেলে !

BANGLADARSHAN.COM

ধর্ম মানে

ধর্ম, মানে পিঁপড়ের সরণি
আদিগন্ত জুড়ে এই ত্রাণকাজ, এই বাঁধে মাটি
ফেলা, এই প্রতিরক্ষা...

ধর্ম, মানে একলক্ষ্য চলা
অর্থাৎ তোমারই প্রতি ডালপালা সমূহ জাগিয়ে
এবং সটান করে দশ আঙুল, চক্ষু ও মোহর
ধর্ম, মানে ধ্বতি তুমি
ধর্ম মানে গুণাগার নয় !

বাহ্যত মানুষ

BANGLADARSHAN.COM

মাঝে মাঝে চেয়ারের কাছে এসে মনে হয় ...শূন্য ও সাগ্রহ
আলিঙ্গনের মতো স্থির নয়-সন্দেহদোলা আছে
ও যেন এখনো কার অধিকৃত।

মানুষের কাছে আমি, জড়তারই মতো নির্বিরোধ
অস্পষ্ট চাঁদের নিচে উন্মত্ত গোপন ধন খোঁজে
অধিকৃত হতাশায় সে-ক্রন্দনে বিনাশ জ্যোৎস্নার

কিন্তু, তাও বাহ্যত মানুষ !

অন্তত বেদনা থেকে বড়ো

অন্তত বেদনা থেকে বড়ো কিছু চাই, যাতে হাত
সম্পূর্ণ আঙুলগুলো তারই মধ্যে স্বস্তি পেতে পারে
মুঠির শূন্যতা পারে পূর্ণ করতে আশ্রয়-শিবির
অন্তত বেদনা থেকে বড়ো চাই সংঘাত বিখ্যাত।

অর্থাৎ তোমাকে চাই, তুমি বেদনার ভাঙা, নীল
দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও ...মুহূর্তমাত্র দেখি
বসতির চিহ্ন নেই দেহে-মনে, এ কোন্ একাকী
অলিন্দে পায়চারি করে কিংবা সে উড়ন্ত শংখচিল !

ওরা দস্যু হোক

BANGLADARSHAN.COM

আজো কি অস্থিরভাবে পায়চারি করো !
যা গেছে ধরার জন্যে যাও তুমি সড়ক ছাড়িয়ে-
ঘন বন, ডাকাতি-লুণ্ঠন দ্রব্য ওরা যেন সেখানে রেখেছে !
ওরা কি তোমার মতো বোকা ? তাই অজস্র আলোর
মুখোমুখি, বাজারের প্রধান পথেই নিত্য রাখে
যা কিছু চঞ্চলা ধন, আঁধারে সন্দেহ হতে পারে।

ওরা যা করার করে অতি স্পষ্ট, যুদ্ধের মতন
বাস্তবিক, ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখে না তার দস্যুতা
প্রশস্ত চুম্বন করে রাজপথে শকট থামিয়ে
কিম্বা, যদি ইচ্ছা হয় সুঠাম সংগম করে, যাতে
পশুর স্পষ্টতা আনো, আড়ালে অন্ধের জন্মে চোখ
তোমার মতন নয় জাত-কবি, ওরা দস্যু হোক।

তিনি কে ?

দুটি ধান
আমাদের জন্যে তিনি নিয়ে আসেন ফলের বাগান
পুকুর, পথের ছায়া, হাঁস
আমাদের জন্যে বারোমাস
তাঁর এই কষ্টবোধ, সরল সম্পর্ক, লেগে থাকা ...
তিনি কে ? তিনি কে ? ডাকে রামধনু পাখি মাছরাঙা
আমি বলি, কিছুতে বলবো না।
একদিন ছিলেন তিনি ক্ষুণ্ণমন বিবিমার থানে
একদিন সে স্বপ্নছুট দেখেছিলো নির্জন বাগানে
আর দিন ? মনে নেই ঠিক -
ভিনদেশি পথিকে তিনি দিয়েছিলেন পথের নিরিখ !

BANGLADARSHAN.COM

এই পক্ষী

দীর্ঘ সময়ের থেকে এই পক্ষী আলিঙ্গন করে
করে, তা কি তুমি বোঝো ? উদাসীন, মাতাল, শয়তান -
এক দীর্ঘ সময়ের থেকে পক্ষী আলিঙ্গন করে।

শব্দ কি মিনার ? শব্দ, মুখাপেক্ষী হলো তোমাদের ?
শব্দ কি স্বয়ং নয় ? নষ্ট চাঁদ, বালুতে প্রোথিত ?
শব্দ গুলিসুতো -তার কাজ আছে, বিষণ্ণতা আছে
শব্দ কি সেলাইকলে ছুঁচের অক্ষম ব্যবহার !

দীর্ঘ সময়ের থেকে এক পক্ষী আলিঙ্গন করে
করে, তা কি তুমি জানো ? জানো না তো,
কখনো জানো না।

আমি সে মৃত্যুর পাতে

থেকে থেকে তার এই জলের মতন ফিরে-আসা
আমাকে ভাবায়, ভাঙে – যেন বালি, টেনে নেয় বুকে
মায়ের মতন ছেলে, মমতায় – রক্তে মুখ ভাসা
উত্তরাধিকার, যেন বসন্তই ফোটালো কিংশুকে !

এতো গ্লানি, জীবনের ক্লান্তি এতো, মুছে যায় মুহূর্তে বিপুল
সমুদ্রের কাছে এলে, ছেলেবেলা লতার মতন
যেমন জড়ায় তাকে, দেবদারু-বীথির সঙ্কুল
গভীর মমত্ববোধ – সমুদ্রের সারল্য এমন
যার কাছে জীবনের মৃত্যুর মতন তীব্র ঘুণ
পুরোনো ক্রন্দন তার থামায় এবং যায় মরে
সরে যায়, আর না জাগার জন্যে, নিশ্চিন্তে, বেঘোরে
আমি সে-মৃত্যুর পাতে ভোগ করি তুচ্ছ সিন্ধুজল !

BANGLADARSHAN.COM

এ-কাপড় শুকোনো যাবে না

মিথ্যে, জল নিংড়ে আর এ-কাপড় শুকোনো যাবে না
মিথ্যে, হিংসা এসে ছিঁড়ে মানুষের রক্তও খাবে না
এখন শান্তি, ওঁ শান্তি, দাবা জুড়ে ধানের মঞ্জরী
দোল খায় সুবাতাসে, এখন জীবনে সহচরী
একাধিক, লক্ষণীয় ঘর কেউ গড়ে না সঞ্চয়ে
সকলে বাহিরে থাকে, গেরস্তের মতন অন্বয়ে
এখন বাংলার লোক সুখে আছে সদাসর্বক্ষণ
দাবায় চালের বস্তা ফুটো করে ইঁদুর, দুশমন !

কবিতার মতো

কবিতা লেখার মতো কষ্টকর আর কিছু নেই –
মেলাতে পারি না আর কবিতার জন্যে কূলপ্লাবী
বেটো হয়ে ঘুরতে থাকা – পথেঘাটে পোড়ামাটি ঘরে
অথবা রোদ্দুর লেগে তামামুখ নীলাঞ্জন গান
গাইতে-গাইতে ঢুকে যাওয়া অন্ধকার বস্তির গলিতে
সেখানে কবিতা আছে স্পষ্ট যৌনতার মতো তেতো

আলুল চুলের মতো গন্ধময়, বিস্তৃত ব্যাপক –
আজ কোথা খুঁজে পাই ? একবিন্দু আলস্যে নারীর
মাখামাখি হতে থাকে হাঁটুজলে মাছের মতন
কবিতা, শব্দের রাশি।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি তাঁরই জটিল সন্তান

[বিষ্ণু দে শ্রদ্ধাস্পদেষু]

যদি থাকি, এলোমেলো, রুপোর সিন্দুকে কিংবা
ঝুলপড়া ম্লান কুলুঙ্গির জিরের কৌটোয়
একাকী, অব্যর্থ কোনো
ছোটোবেলা-থেকে-খসা মাদুলির মতো
তাহলে কী মানে হয় ? হয় না, সেহেতু
আমি থাকি, না-ই থাকি
তোমার কি যায়-আসে বলো ?

জোনাকি যেমন নেয় সমুদ্রের বুকের উজ্জ্বল
ফসফরাস, যায় আসে সমুদ্রের সত্য কোনো কিছু ?
তেমন আমিও যদি তোমার অলক্ষ্যে নিই পিছু –
চলে যাই, যেখানে যাইনি আগে
তীব্র বারান্দার

এককোণে ছায়া ফেলি মিশে গিয়ে সুপারির মতো
তাহলে কি কাণ্ড হয় সত্যকার, হতেও তো পারে
জীবনে এমন বস্তু পায় না দুর্ভিক্ষ বারেবারে –
ক্ষুধা কিংবা তারো চেয়ে অপ্রখর আদি বাসনাতে
যদি থাকি, এলোমেলো, রুপোর সিন্দুকে, শূন্য হাতে
চিরভিখারির মতো
যেন গানে রবীন্দ্রঠাকুর
তোমাকে আপ্লুত করে, তুমি তাঁরই জটিল সন্তান
অধুনা-ধূলির ঝড়ে, সমাজিয়া চৈতন্যে ভরপুর –
আসলে কী দিয়ে থাকে ? তোমার স্বভাবে রাঙাশাল –
আমার প্রগতিবোধ সবেমাত্র ঘুচে গেলো কাল !

BANGLADARSHAN.COM

চেনা পাথরের জন্যে

একটি চেনা পাথর পড়ে আছে
পরণে তার অসংখ্য মৌমাছি
ভিতরে মৌ-কী জানি কার কাছে
ভালোবাসার অমল মালাগাছি ?

একটি চেনা পাথর পড়ে আছে
পাথর, ওকে নাম দিয়েছে ওরা
ভয় ক'রে তার শক্তি আগাগোড়াই
ঝর্ণা বলে ডাক দিলে প্রাণ বাঁচে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি স্রোতে

আমার বুকেও অল্পকিছু
ভালোবাসার গুচ্ছ নিচু
ক্ষেতখামারে
নতুন জলে দুখানি হাত
হঠাৎ যেন জলপ্রপাত
এই পাহাড়ে !
পাহাড় তো নয় স্থলভূমির
মধ্যে আছো দাঁড়িয়ে তুমি
এবং আমার
বুকের ভিতর ইতস্তত
সবুজ রবিশস্যে নত
বৃষ্টি নামার
আকুলতায় পানসি উজান

মনের মধ্যে কার ছবিখান
হচ্ছে গুঁড়ো
আমার মতো দুঃখে-সুখে
একটি স্রোতে ভাসছে বা কে –
পাহাড়চুড়ো ?

কী জানি

ঝিঁঝিঁর ক্রন্দন, গান – তাও ভোরবেলা
আমাকে বোঝায় সন্ধ্যা
বেপরোয়া ছায়া ফিরে চেপে বসে স্তম্ভিত দেয়ালে
বেড়ালের মতো পাংশু
লোভে তার পড়োশি তছনছ
আমি লোভী…একত্র আহার
সন্ধ্যারও সমাপ্ত ভোরে
সেরে রাখি
কী জানি কী হয় !

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল

তোমার হাত ছুঁয়েই আমি ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেলাম
বিদায় নেবার অনেক আগে কিছুক্ষণ কি হেসেছিলাম ?
তুমিই জানো - দূরত্ব আর
মুখবোজা শাঁস পড়ে রয়েছে মধ্যে আমার।

তবু চলেছে সময় বহে, সভ্যতা নীল, পক্ষী ভালো
বিশ্বাসিনী রাত্রি আমার এমনি কালো
দুহাত ঘুঘু ছড়িয়ে আছে হৃদয় জুড়ে
আর কিছু নয় - আর যা আছে নীল পাথুরে
অঙ্গুরী তোর, হিরণ্য জল, মন্দ-ভালো !

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা লেখার ক্লান্তি

কবিতা লেখার ক্লান্তি আমি আর বইতে পারবো না
তার চেয়ে এই ভালো ধুলোমাখা মণ্ডপের শপ্
গুছিয়ে সনেট তোলা, মহাপ্রভু গেছেন রোদ্দুরে
জুড়োতে পাথর তাঁর…এইমাত্র লুট্ হয়ে গেলো

মহাপ্রভুতলা শান্ত, ভক্তেরা সুন্দর, ছুটি নিই
আমাকে মঞ্জুর করো, আর্জিপত্রে টিপছাপ দাও
আমি শপ্ গুছিয়ে রেখেছি
সনেটের মতো শক্ত, এক বছর বাদে বোধ্য হবে
এবং মজুরি আমি নিতে এসে তছনছ আগুনে,
পুড়ে মরবো…শান্তি শান্তি
কবিতা লেখার ক্লান্তি কিছুতেই বইতে পারবো না।

তার আর মন্দিরের সম্পর্ক

কবিতাকে তার খুব কাছাকাছি মন্দিরের দ্বার খুলতে হবে
কবিতার কাজই এই, অমাবস্য জড়তা ঘুচিয়ে
হাতে তুলে নেওয়া চাঁদ
অর্থাৎ জ্বলন্ত পর্দা দিঙ্‌রেখাবিস্তৃত
জানি না কী নাট্য স্টেজে ?
জানি না মুঠির মাটি কোন্ শস্যে দুঃখের ব্যাধির
মতন হলুদ...
কবিতা প্রকৃত কাজ জানে
জ্ঞান সব তার আর মন্দিরের সম্পর্কে শয়ান !

BANGLADARSHAN.COM

আমার বুকের ভিতর

মধ্যিখানে শুয়েছিলেন দুখের করাত
তাতে আমার কেটেছে পা,
অন্ধকারে চিড় খেয়েছে আলোর বরাত
সেই ভরসায়–
জীবনযাপন এবং নৌকা টলোমলো,
আমার বুকের ভিতর তোমার মুখটি তোলো।

থাক্ কৃষ্ণচূড়া

প্রচ্ছন্ন সুন্দর এসে কথা বলে আমাকে একদিন
নিঃস্তব্ধ বিকেলে, ঐ সারবন্দী রক্তগুলমোহর
ঘোলাজল পুণ্যতোয়া ভাগীরথি-নদীর কিনারে
ঝরে পড়ে।
ওপারে পাটকলে ধোঁয়া, তীরে-বসা বিদেশি জাহাজ
থেকে নামে মাঝিমাল্লা, শিস্ দেয় উধাও ফিটনে ...
কলকাতার গলি আর বনস্থলী কর্তৃত্বে তাদের
কাঁপে বারোমাস॥
আমিও প্রচ্ছন্নে বলি : হও তুমি সঙ্গিনী ওদের
ওরা সুন্দরের খোঁজে ঘর-বার প্রত্যক্ষ করেছে
আমার নিঃসঙ্গ সাক্ষ্য, থাক্ কৃষ্ণচূড়া।

BANGLADARSHAN.COM

নীল একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়া

নীল একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মতো দিনগুলি যায়
হাওয়ার ভিতর ভাসতে-ভাসতে যেমন গন্ধ
মনের মধ্যে যেমন-তেমন এক রমণী মুখচ্ছবির
খোলা জানলা, দুয়ার বন্ধ।

তোমার হৃদয় ছিলো একদিন পথিকের মতো

তোমার হৃদয় ছিলো ভ্রাম্যমান পথিকের মতো সতত-চঞ্চল
যেন নদী খুঁড়ে তোলে জল
যেতে-যেতে
পাথরে মাটিতে তারি সজল পা পেতে ...
তোমার হৃদয় ছিলো ভ্রাম্যমান পথিকের মতো সতত-চঞ্চল।

এখন তোমার স্তব্ধ বন্ধ-হওয়া সুন্দর দেহের
কঠিন সুষমা দেখি
ভয় হয়, সত্যি জেনেছি কি –
এই তুমি ? সর্ব সংসারের
পরপারে-বসা তুমি, শান্ত, অশ্রুজল !
তোমারই হৃদয় ছিলো একদিন পথিকের মতো সতত-চঞ্চল।

BANGLADARSHAN.COM

ভুলে যাই

ভালো নেই, ভালো থাকা, এতো অসম্ভব ভালো থাকা
কে বলে চুকেছে কাল ? ইন্দ্রিয়ের, রুদ্ধ সাহসের –
কে বলে চুকেছে কাল ? ভালো থাকা-ভালো-মন্দে থাকা

ঈষৎ ঐশ্বর্য তারই, লোকালয়ে এবং বিমানে
উড়ে যেতে যেতে যদি নিষিদ্ধ সুবাস বক্ষে আনে ...
ঈষৎ ঐশ্বর্য তারই – লোকালয়ে এবং বিমানে।

ভুলে যাই...কাছে দূরে সামনে-পিছনে ভুলে যাই
হয়তো ভোলার মধ্যে আছো তুমি ...কে হাত বাড়ালে ?
ভুলে যাই...কাছে দূরে সামনে-পিছনে ভুলে যাই।
বাতুল মোহের টান, জেনেছিলো সে ওই কার্তিক
অঘ্রাণের কোলে শুয়ে...ইতিমধ্যে পেয়েছে সঠিক
নিমন্ত্রণ, ভুলে যাই, ভুলে-ভুলে-ভুলে-ভুলে যাই।

BANGLADARSHAN.COM

এই ছায়া

এই ছায়া দীর্ঘদিন পড়ে আছে পুরানো বাড়ির
একপাশে
আত্মীয়ের মতো পাংশু, গোয়ালের দিকে –
নিতান্ত নিবন্ত এক উনুনের আঁচে কায়ক্লেশে সেঁকে গম
উঁচুনিচু শাক
বেঁচে থাকে ছায়ার ঘরণী হয়ে – বাঁচার মতন দিব্য
মুহূর্তকে তোষামোদ করে – বেঁচে থাকে, বেঁচে আছে।

কিন্তু ছায়া চলে যায় – নতুন পল্লীর পাশ বেয়ে
ফিরিওলা উদ্যমীর মতো,
ভোলাতে প্রচ্ছন্ন গ্রীবা মরালের –
কে জানে কী চায় ?
পুরনো নতুন পাড়া ঘুরে ঘুরে দোষারোপ করে ;
আমার ঘরণী কই ? তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছো
হে নতুন, উচ্ছন্ন, কপট
মোহ থেকে মুক্ত আমি, পাংশু দেয়ালের কাছে যাবো
মাড়াবো না দেশান্তর, মুণ্ডুক হয়েই থাকব যতোদিন থাকি …
আমি কবি নই, তবু, আগাগোড়া প্রক্তনে মজেছি।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি সব্যসাচী

তুমি সব্যসাচী, ছিলে বাংলার আকাশে
ধ্রুবতারকার মতো উজ্জ্বল, মহান
এখনো তোমার দীপ্তি অম্লান ভারতে
কোনদিন ম্লান হবে, ভুলেও ভাবে না
মানুষ, তোমার প্রিয় ভারতবর্ষীয়।
তুমি সব্যসাচী আছো বাংলার আকাশে
ধ্রুব তারকার মতো উজ্জ্বল, মহান।

বাড়ি ছেড়ে

লাল বাড়িটিকে আমি ছেড়ে আসি…
তরমুজ রঙের বাড়ি, সিঁড়িতে ছাগল নাদি, সবাই ঘুমোয়
বন্ধ দরোজার পাশে তারই কণ্ঠস্বর –
কে আপনি, ডাকছেন কাকে ?
-তা যদি জানতাম !
দরজা নিরুত্তর, বন্ধ।
আবার আঘাত – দরজা খোলো।
কাকে চাই ? আসছেন কোত্থেকে ?
ভয় নেই, দরজা খুলে দাও। আমি – আমি
নাম ছিলো, নাম গেছে !
কিশোরবেলার নাম শহরে পড়েছে, কোথাও
খোলো, হয়ত চিনতে পারবে।
খোলার নিয়ম নেই, দরজা বন্ধ হলে খুলতে বড় কষ্ট হয়।
কষ্ট করো। দরজা খুলে দাও।

আর কোনো শব্দ নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে, সবাই ঘুমোয়।
বাড়িটিকে আমি ছেড়ে আসি…

BANGLADARSHAN.COM

কী যেন কী হবে

হয়েছিলো নিষ্ক্রান্ত হাওয়ায়, শরণার্থী গন্ধের মতন
জঙ্গলের সুঁড়িপথ ধরে চলা ওরাওঁ যুবার কাঁধে টাঙি।
গভীর সে-রাতে পেঁচা ডাকে, আর সবই শুন্‌শান্‌ নিশুতি,
ট্যারা হয়ে আছে একা চাঁদ, তারাগুলি বাতাসের মতো
জলে ভেজা, ভাঙাচোরা, গুঁড়ো - জঙ্গলও কিছুটা উড়ো পুড়ো
কী যেন কী হবে মনে হয়, কী যেন কী হবে মনে হয় !

একা কেন চলে ও-যুবক, ওকি প্রকৃতই বন্ধুহীন,
ওকি প্রকৃতই কোনও কাজ করতে চলে যাচ্ছে এগভীর রাতে ?
এ-সময় ছিলোনা মধুর, দুটি বাধ্য বাহুর সংশ্রবে
থাকা ও স্বপ্নের মধ্যে কথা বলাবলি,
ছিলোনা কি ভালো,
কালো যুবাটির দুটি চোখ কেন তবে অমন ঘোরালো,
কেন হনু দুটিতে নিঠুর পাথরের টুকরো গেঁথে আছে ?
পথ চলে পিছনে তাকায়, কীসের ঘেন্নায় থুতু ফ্যালে -
'দিকু' নয়, জানে হিংস্র পশু এ জঙ্গলে অবাধ-অগাধ।

BANGLADARSHAN.COM

আমিই তোমাকে বসতে শিখিয়েছি

তোমায় সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক ছেদ করে দেবো – যদি দেখি
দিনদুপুরেই জ্বলন্ত লণ্ঠনে ডুবিয়ে মুখ তুমি বসে আছো
বসে আছো যেভাবে পাথর বসে থাকে গা ছড়িয়ে পাথরের ভেতর
বসে আছো – আমিই তোমাকে অমনভাবে বসতে শিখিয়েছি।

স্বীকার করো – ঘর আঁধার করে একদিন তোমার মুখের ফোঁটা-ফোঁটা
ভাবনা আমি সরিয়ে দিয়েছিলাম – ফুঁ দিয়ে ফুলিয়েছিলাম কাঠ
দাঁতে দাঁত, জিভে জিভ – তরঙ্গে তরঙ্গ

স্বীকার করো – ঘর আঁধার করে একদিন তোমায় আমি চীনালণ্ঠনের
গল্প শুনিয়েছিলাম
লণ্ঠন তোমার সঙ্গে কোনোকালে বিছানায় যাবে না
শুতে গেলেই ওর জিভ বেরিয়ে পড়বে, ভেতরের রসকষ যা কিছু আছে
এক ঝলকে পড়বে ঝরে – খাঁ খাঁ করবে ওর অপমানে-মেশা শরীর –

BANGLADARSHAN.COM

সহজ

ছেড়ে দিলেই পারি
এই যে বাগান, ফুলের বাগান – বকনো সরা হাঁড়ি,
ছেড়ে দিলেই পারি।
সিংদরজা, পদ্মপুকুর, ভাঙা হৃদয়, বাড়ি,
ছেড়ে দিলেই পারি।
ছাড়া তো খুব সহজ,
এবং ছাড়া তো খুব সহজ !

রাজা-প্রজা

রাজা যেমন প্রজায় দ্যাখেন
তুমি আমায় দেখো,
শিষ্ট থাকার কী বৈশিষ্ট্য
আমার কাছে শেখো।
আমার কাছে শেখো তুমি
কাঁদালে কাঁদবে না।
বাঁধার কথা বলে বলুক
আমাকে বাঁধবে না,
তুমি আমাকে বাঁধবে না।

সিঁড়ি

BANGLADARSHAN.COM

সিঁড়ি ও সংশ্লিষ্ট ধাপ প্রাসাদের মধ্যে মিশে আছে
এমন দেখিনি আমি কোনদিন, অস্তিত্বে পৃথক।
সেভাবেই গড়া, যেন ঘর করা ওদের সাজে না
ওদের মানায় না ঘরে, বারান্দায়, বাড়ির অংশের
একান্ত কিছুর মতো, অনিবার্য কিছু।
ওরা একা থাকে, একলা, ঘরে থেকে, ঘরের বাহিরে !
একা থাকে, একলা থাকে, একলষেঁড়ে কিশোরের মতো
সুন্দর, সংশ্লিষ্ট – কিন্তু, সে-সংশ্লেষ সিঁড়ির সঙ্গেই।

কিছুটা

কিছু ঘাস মুঠোয় উঠেছে, কিছু ঘাস আঙুলের ফাঁকে
গলে গিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছে :
সর্বস্ব তোমার আমি নই।

কিছু তুমি পারো, কিছু আমি
কেউবা নিষ্কাম, কেউ কামী –
কিছু তুমি পারো, কিছু আমি,
নিশ্চিতই কিছুটা অন্যলোক,
বড়ো মেজো সেজো ছোটো হোক –
কিছুটা তো পারে অন্য লোক !

BANGLADARSHAN.COM

মনে রেখো

কাছে যতো যেতে চাই, ততো পিছে ফেরো।
কখনো লুকিয়ে ফেরো মুখ ঢেকে জামার আস্তিনে
কখনো প্রকৃত এক দৌড়বীর, পশ্চাদ্ধাবক
আমার দুচোখে দিয়ে ধুলো, তুমি কোথায় লুকোলে ?
বিশেষত রাতে, ঘরে-ফেরার সময়, দূরে যাও
তুমি তো খরগোশ নও, চকিত হরিণী নও কোনো।
কেন দূরে যাও, কেন সরে-সরে যাও, করো খেলা ?
মারাত্মক বিষে আমি জর্জর জীবনে, মনে রেখো।

ধ্বনিও নিশ্ছদ্র চিত্র

ধ্বনিও নিশ্ছিদ্র চিত্র শুধু তার রঙ ভর্ৎসনার
কাছাকাছি
পাংশু মাঠ, হেমন্তে বিলীন
পাড়াগাঁর শস্যক্ষেত্র খুঁড়ে – আছি
ভালো আছি, ভালো থাকা নিতান্ত সহজ
নিঃসপত্ন এ-থাকার নাম বিষণ্ণতা।
রেখা-রঙে ঘোর টান
যেন কোন্ তল্তাবাঁশে সাঁকো –
দু'পার প্রসন্ন রাখা
ইতস্তত যুদ্ধের মৌতাত …
ধর্মের সম্প্রীতি লক্ষ্য
অধিকন্তু, না ঘোচে মূঢ়তা
এইভাবে
যেতে হয়, যাবে
সম্ভ্রান্ত সকলে যায়
ওখানে চরম বাছাবাছি
ধ্বনিও নিশ্ছিদ্র চিত্র
শুধু তার রঙ ভর্ৎসনার
কাছাকাছি।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তি ও মৃত্যুতে মেশা সে এক

নষ্ট হয়ে যেতে পারি একদিনে শস্যের মতন –
দিবারাত্রি বৃষ্টি, নুন, প্লাস্টারে আহত হয়ে বসে
মাটি ও মূলেতে বন্দী, কিংবা কাঁচা সবজির মতন
নষ্ট হতে পারি, যদি গোলাজাত করে রাখে চোর
নষ্ট হয়ে যেতে পারি একদিনে, তোমারই আড়ালে !

তুমিও তো একা আছো, তোমাকে কি দেখতে আমি পাই
গোপন চিঠির মতো চালাচালি করে হরকরা
যা কিছু ব্যাহত লঘু, হাস্যকর। আমাদের কাছে
তার দাম-বোঝে চাষা শস্য উপদ্রুত হলে কীটে
নষ্ট হয়ে যেতে পারি, ভয় হয়, তোমারই আড়ালে !

BANGLADARSHAN.COM

অথচ পণ্ডিতে বলে, মন কতো সুদূরপ্রসারী !
হাঁসের চেয়েও লঘুপক্ষ, দেয় একসপার্ট সাঁতার
উড়ে আসে সাইবেরিয়া-মায়ার বরফ ত্যাগ করে
ত্যাগ করে নীল ঘুম, মদির বন্দর ফার্ন গড় –
কেননা, দেহের টানে সেও আছে জন্মসূত্রে বাঁধা !

আমিও তেমনি, তাই নষ্ট হয়ে যাবার সময়ে
দিনের বরফ ভেদ করে তবু উড়ে যেতে চাই
যেখানে রয়েছো তুমি, সাধাহলাদ একাকার করে
দেহ নাকি দ্যোতনার মন্দির দরোজা চাবিকাঠি ?
মুক্তি ও মৃত্যুতে মেশা সে এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা !

বৃষ্টিই কবিতা

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে মেঘ জমে থাকে
ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রোধ, কিংবা তাকে কবির কালিমা
বলা ভালো, বৃষ্টিই কবিতা
এমন সারল্য বুঝি ক্রুবাদুর মন্ত্রেই নিহিত,
শুধু
অনবচেতন মনে ব্যক্তিগত প্রাণ করে ধূ ধূ

আমরা আবর্তে চাই স্থির নৌকা, ঘূর্ণীতে উদ্ধত
অবিচল যাত্রা চাই...আরো চাই নন্দনকুসুম
স্বর্গ-নরকের প্রজ্ঞা
শুধু তুমি বৃষ্টিতে মন্থর,
গান গেয়ে যদি কাছে আসো
যে-নীল করুণাধারা আকাশের শান্ত ভালোবাসো
মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে মেঘ জমে থাকে
ভ্রূকুটি-কুটিল ক্রোধ, কিংবা তাকে কবির কালিমা
বলা ভালো, বৃষ্টিই কবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

এ-রোগে

এ-রোগে কঠোর শাস্তি
স্বেচ্ছাবন্দী দেয়ালের মতো
লোপাট্ প্রাসাদ যার, তাকে ক্ষয়জয়ী হতে হবে
অকারণে
রাজ্যের বাহিরে সীমা
রাজ্য ডোবে মড়কে, মচ্ছবে
তবু সীমা, সীমাই সংযম
এ-রোগে কঠোর শাস্তি
আমারই অপেক্ষাকৃত কম !

হাত রাখি কালের বেড়াতে

BANGLADARSHAN.COM

দিয়েছে ভুলিয়ে সব
টেনে মেঘ যেন ছেঁড়া কাঁথা
দেখিয়েছে স্পষ্ট করে আমাকে আবার
বেচে খাবে
আমার হাড়ের দাম অল্প নয়, পর্যাপ্ত, পরম !

দিয়েছে ভুলিয়ে সব
হাসি অশ্রু বর্জন বিদ্বেষ
এখন অস্তিত্ব দোলে টানাবারান্দার এককোণে
শৈশবের পেণ্ডুলাম
অয়েল-কাপড়ে গন্ধ, বিষ !
দিয়েছে ভুলিয়ে সব…
যদি দেয়
পারি না এড়াতে
নবজাতকের মুষ্টি, হাত রাখি কালের বেড়াতে।

সে যদি

সে যদি কিশোর হতো, তাকে নিয়ে যেতাম নিবিড়
বনভূমি পার হয়ে নীল এক প্রান্তিক নালায়
মুখ দেখাতে।
কিন্তু, সে নিতান্ত বৃদ্ধ
আরশিনগরে তার দীর্ঘকাল বসবাস, ঢের
অভিজ্ঞতা, দেখতে পায়
প্রতিচ্ছবিময় জল শুষে হাঁ-করা প্রখর
দৈত্য এক, সমানবয়সী !

এ-পথ ছেড়ে অন্যপথে

BANGLADARSHAN.COM

অনেক শোকে দুঃখে পাথর, ভেবেছি তাই আর না
এ পথ ছেড়ে অন্যপথে গভীর হলো কান্না
তা হোক, তবু জবুস্থবু হৃদয় বাঁচে তৃষ্ণায়
মানুষ থাক, অশিববাক্ পাথর হতে দিসনে।

সহজ সুরসাধনে আজ বিরত তোর ওষ্ঠ
জটিলতার সাধা-সাঁতার দিতেন তিনি গোষ্ঠে
ভালো ছিলেন ভুলিয়ে সব, মানুষ জানে যে-কলরব
এবং শত শোকে পাথর, ভেবেছি তাই আর না ...
এ-পথ ছেড়ে অন্যপথে গভীর হলো কান্না।

বারবার একটি হাত

বারবার একটি হাত আমাকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে
ব্রিজ থেকে টানে নিচে, গাঢ় জলে, জলের কবরে
বারবার একটি হাত আমাকেই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে
যথাপূর্ব আয়োজন, কিন্তু, তার বিস্তারিত বুক
রয়ে যায় ছবির আকাশ মেঘশূন্য, নিরুৎসুক।

ভালোবাসা, তাও থেমে থাকে

মস্ত আনন্দ থেকে মুক্ত ব'লে তাকে তুমি ওই
বিষণ্ণ নদীর কাছে নিয়ে যাও, বসাও পাথরে
একা তার পড়ে-থাকা – তোমার লাগে না ভালো
ভুল করো, নিজেকে ঠকাও
এবং সোংরার পথ, তার সাংচুয়ারি থেকে আসে
হরিণ হায়নার ডাক
তুমি বাংলো থেকে যাও, নদীর পাথরে
দূর মহুয়ার ফুল এখনো ফোটেনি, মনে যেন
মঞ্জরী অপেক্ষা করে, ভালোবাসা, তাও থেমে থাকে
এখানে নিজেকে কষে ধুয়ে নিতে কিছু লোক নেমে
আসে শহরের থেকে, ভুল করে, তখনি শোধরায়।

BANGLADARSHAN.COM

দিগন্তে বাজখাঁই চাঁদের আলো

খানাখন্দ ভেতরে না হোক
আছে
তাই তো তারই কাছে
ঝুড়িভর্তি পাথর আনতে ছুটি
সে-সঙ্গে একমুঠি
অন্ন
কৃপা করো – সবার জন্য
কিছু না থাক শ্মশানের দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো –
না বাসার অর্থ – কার্পণ্য
সবার জন্য
শ্মশানের দরজাটাই খোলা
ধানের গোলা
ছাই
দিগন্তে বাজখাঁই
চাঁদের আলো
ভালো
ও টুকুর জন্যেই বেঁচে আছি।

BANGLADARSHAN.COM

পয়ারে প্রত্যক্ষ ভুল

শূন্যতায় কেশপাশ এলানো দুপুরে
গিরজার ঘণ্টার শব্দ যেন কাকে খুঁড়ে
কাকে বা বাঁচাতে চায় ! সে ক্রুশ যিশুর
আমি রাস্তা হাঁটি যেন অবাধ্য শিশুর
হাঁটু-ছড়া পা-মেলানো পূর্ববর্তী খাপে
সেন্টপল্‌স শিরিষে বসে ভিখারিও মাপে …
চাল
বার্ধক্য ছিলো না গতকাল !
হে সুন্দরি,
পায়রে প্রত্যক্ষ ভুল ধরি।
তবু সব সংশোধনী ধুয়ে ক্ষণবাদী
কবিতাচৈতন্য থাকে আদি ও অনাদি
যোগাযোগময়, কিন্তু, কারণে নিষ্ঠুর !

BANGLADARSHAN.COM

ক্যাডিশ

[নাওমি গিনস্‌বার্গের জন্যে ১৮৯৪-১৯৫৬]

আশ্চর্য এখন তোমাকে ভাবা, কাঁচুলি আর চোখ ছাড়া যাত্রা
তোমার, যখন
আমি বেড়াই উজ্জ্বল চত্বরে গ্রীনউইচ্ গাঁয়ের।
নিচু-নগর ম্যানহাট্টান, পরিষ্কার শীতের দুপুর, এবং আমি উপরে
গোটা রাত, কথা কইছিলাম, কথা কইছিলাম, পড়ছিলাম ক্যাডিশ
চীৎকার করে,
ফোনোগ্রাফের উপর চীৎকৃত ব্লুজ শুনছিলাম আমি।

ঐ ছন্দ, ঐ তার ছন্দ – এবং তোমার স্মৃতি আমার মাথায় তিন
বছর পরে – এবং পড়ছিলাম এ্যাডোনিসের শেষ অবাস্তব স্তবক
চীৎকার করে – কাঁদছিলাম, ভেবে-ভেবে আমরা কেমন কষ্ট করেছি –
এবং মৃত্যু কেমন প্রতিষেধক সকল গায়কের স্বপ্ন, গাও
মনে করো, হিব্রু শোকসায়রের মধ্যে যেমন ভবিষ্যৎবাণী, অথবা
বুদ্ধের উত্তর-পিঠক – এবং আমার কল্পনা ঝরাপাতার – প্রাত্যূষে –
স্বপ্ন দেখতে-দেখতে জীবনের মধ্যে দিয়ে পিছনপানে – তোমার সময় – এবং
আমার ধাবমান

এ্যাপোকালিপ্‌সের দিকে –
ঐ নিশ্চিত মুহূর্ত – ফুল পুড়ে যাচ্ছে দিনের বেলা – আর কী ?
কী আছে তারপর ?
পিছন ফিরে মন, যা দ্যাখে তা এক আমেরিকান নগর-
আলো হলে, এবং মহান স্বপ্ন আমার অথবা চীনের, অথবা তোমার এবং
অপচ্ছায়া রাশিয়ার অথবা এক ভাঁজ-করা শয্যার যা কখনো ছিলো না –
আঁধারে একটি কবিতার মতো – যা পালিয়ে যায় অসীমে –
আর কথা বলার নেই, - কারণ নেই কাঁদার, শুধু স্বপ্নের সেই প্রাণগুলির জন্য
যে-স্বপ্ন অদৃশ্যে আধেক-লীন,
শ্বসে, কাতরায়, অপচ্ছায়াখণ্ড কেনে, বিক্রি করে

BANGLADARSHAN.COM

অর্চন করে পরস্পর,
অর্চন করে কোনো সর্বগামী দেবতাকে – চায় বা ঐ নিশ্চিতি ?
-যখন থাকে ঐ – ধ্যানে – কিংবা আর কিছু ?
আমার চারদিকে লাফিয়ে ওঠে ঐ – আমি যখন বাইরে বেরোই, রাস্তাতে ঘুরি
তাকাই পিছনে

কাঁধের ওপর দিয়ে, সেভেন্থ এভেন্যু, যুদ্ধ ও লড়াই
জানলাগুলির অফিস-হৌস কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,
একটি মেঘের নিচে, আকাশের মতন লম্বা – এবং ঐ আকাশ
উপরে – ও একটি পুরোনো নীল জনপদ
কিংবা এভেন্যু ধরে নিচে দক্ষিণে, কিংবা ই-এতে – যখন আমি গেলাম
পুবদিকের নিচে আরো – যেখানে তুমি পঞ্চাশ বছর আগে গিয়েছিলে, ছোটো
মেয়ে, - রাশিয়া থেকে, খেয়েছিলে বিষাক্ত আদি টম্যাটো
আমেরিকার – বন্দরে ভয় পেয়েছিলে –
তারপর বেঁচে উঠেছো জনতার ভিতর অরচার্ড স্ট্রীটের, এবং কোন্‌দিকে ?
নিউইয়র্কের দিকে –
মিছরি-গুদাম শতাব্দীর আদি স্বদেশি সোডা কারখানা, হাতে –
ঝাঁকা আইসক্রীম পেছনঘরে ধূসর মেঝের ওপর –
শিক্ষাবিবাহস্নায়ুদৌর্বল্য ব্যবচ্ছেদ
শিক্ষায়তন এবং পাগল-হবার শিক্ষা, স্বপ্নের ভিতর –
কেমন এই জীবন তবে ?
চাবির দিকে জানলার মধ্যে – এবং ঐ বড় চাবি রেখে দেয়
তার আলোময় মাথা ম্যানহাট্টানের ওপর, এবং মেঝের ওপর
এবং পাশের গলিতে পড়ে, একটি বড়ো ধরণের রশ্মিপাতে
নড়তে থাকে, যখন আমি এগোতে থাকি প্রথম ঐ ইদ্দিশ
থিয়েটারের দিকে – এবং ঐ দুঃস্থ জনপদের দিকে
তুমি জেনেছিলে আর আমি জানি, কিন্তু এখন অবহেলাভরে – আশ্চর্য
প্যাটার্সনের মধ্য দিয়ে যাওয়া, পশ্চিমের মধ্য দিয়ে, ইউরোপ
এবং আবার এখানেই আসা,
স্পেনবাসীর ক্রন্দন দরোজার কাছে এবং

BANGLADARSHAN.COM

কালো ছেলেগুলি রাস্তার ওপরে, আগুন ধরে না যেহেতু তুমি বুড়ো
-যদিও তুমি এখন বুড়ো নও, তাই ও আমার কাছে পড়ে আছে -
আমি ও আত্মা আমার, হতে পারে জগতের বয়সী - বা মনে করি
বিশ্ব আমাদের সঙ্গে যাবে - যথেষ্ট কারণ আসছে সব কিছু নাকচ করার -
যা যা এসেছিলো প্রতিবারের চিরদিনের জন্যে চলে গেছে -
খুব ভালো ! দুঃখ না করার জন্যেই তৈরি - ভয় নেই -
রেডিয়েটরের জন্যে, প্রেমহীনতা, পীড়া, এমন কি দাঁতের ব্যথাও মোটে নেই -
যদিও আসার সময় সে ছোলো সিংহ যে খায় আত্মা, এবং ভেড়া
আত্মা, আমাদের বুকে, হায় গো .....
হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা মন্দ আছি ! সংশয়ে আছি ! তুমি বাইরে গেছো, মৃত্যু
তোমায় যেতে দিয়েছে, মৃত্যু এই করুণা করেছে, তোমার কালের বাঁধন কাটিয়েছো
তুমি, তোমার ভগবানের বাঁধন, এর মধ্যে দিয়ে রাস্তাটিও চুকেছে -
নিজের সঙ্গে অবশেষে চুকিয়েছো - হে পবিত্র - ফিরে গেছো শিশু
কালের, তোমার বাবার সামনে, আমাদের সবার সামনে - সামনে
পৃথিবীর -
ওখানেই, জিরিয়ে নাও। কোন ব্যথা আর নেই তোমার জন্যে।
আমি জানি
কোথায় গেছো তুমি, বেশ, ভালো আছো।
আর ফল অদরকারি নিউইয়র্কের গরমের মাঠগুলোয়, আনন্দ আর নয় এখন
আর লুই থেকে ভয় নেই কোনো -
আর তার মাধুর্য নয় এবং চশমার কাচ, তার শিক্ষায়তনের দিনগুলি,
ভালোবাসা, ত্রস্ত গলির টেলিফোন, প্রসূতির বিছানা,
স্বজনাত্মীয়, হাতগুলি -
আর নয় বোন ইলানরের ভাবনা - সে তোমারই সামনে - আমরা একথা
লুকিয়েছি - তুমি হত্যা করেছো তাকে - কিংবা সে নিজেকেই খেয়েছে
তোমার সঙ্গে -
কিন্তু মৃত্যু হত্যা করেছে
তোমাদের দুজনকেই - ভাবনা নেই-
[অংশ]

BANGLADARSHAN.COM

প্রীতিভাজনেষু

[সুরঞ্জন সরকারের স্মৃতির উদ্দেশে]

শেষ ও নির্দিষ্ট একটি বাড়ি পেতে চেয়েছিলে প্রীতিভাজনেষু
বিষয়ী বিষয়হারা মানুষে পৃথক না করেই
অসহায় চিঠি দিতে বাড়িঅলা, ভিখারির কাছে :
খড়ে মাথা গুঁজে থাকবো, কুটো আঁকড়ে, নিতান্ত ডোবায়,
কুয়োর ব্যাঙের মতো, তাই দাও, নদী ফেলে আসি
নদীতে অনেক স্রোত, এ-বয়েসে তার সঙ্গে যোঝা
খুবই শক্ত, দেহকূপে অবাধে ঢুকেছে
ঘুণ, কুরে কুরে খায়, ঘুরে ঘুরে খায় …

‘যমেও নেয় না তাকে, আমাদের বুড়ী ঠাকুমাকে’
নেয়, দিতে পারলে নেয়, কোল দাও বলে
ডাক দিলে কোলে নেয়, চিতা মাতৃমুখী…
বাড়ি কি পেয়েছো তুমি, নির্দিষ্ট অশেষ
এতোদিনে, প্রীতিভাজনেষু ?

BANGLADARSHAN.COM

কি পায় ? আনন্দ পায়

বিষণ্ণতা যেন এক খেলাঘর দেয়ালের পাশে।
ভাঙা দেয়ালের পাশে খেলা করে বালক-বালিকা
দুইজনে, বিষণ্ণতা সেখানে বেড়াল হয়ে ব'সে
সুযোগ সন্ধান করে, একদিন থাবা দেবে ব'লে
বসে থাকে, অনন্যমনস্ক হিংসা, ক্রুর তীক্ষ্ণনখী।
বালক-বালিকা ছোট, কিছুই বোঝে না,
শুধু খেলাধুলো বোঝে, বোঝে রংতুলি
লবেঞ্চুসমাখা চোষে সমস্ত অঙ্গুলি –
কী পায় ? আনন্দ পায়, বিষণ্ণতা ছাড়া
আনন্দ, আনন্দ পায়, বিষণ্ণতা ছাড়া।

BANGLADARSHAN.COM

আমি দেখি

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার।

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি
বহুদিন শহরেই আছি
শহরের অসুখ হাঁ করে কেবল সবুজ খায়
সবুজের অনটন ঘটে…

BANGLADARSHAN.COM

তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও, আমি দেখি
চোখ তো সবুজ চায় !
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।

আমি দেখি॥

ভালোবাসা

ভালোবাসা ছিলো প্রজাপতিটির নাম
রং তার ছিলো মুখর কথার মতো
উড়ে-উড়ে বসা সুগন্ধ অনুভব
তাই কাছে ছিলো, শরীরে – অবশ্যত।

আজ ভালোবাসা ভ্রমরের মতো কালো
থাক যেখানেই, আমায় বেসেছে ভালো
ভালোবাসা আজ ভ্রমরের মতো কালো
যেখানেই থাক, আমায় বেসেছে ভালো।
ভালোবাসা ছিলো প্রজাপতিটির নাম
জানি, দিয়েছিলো বাগান অনেক দাম॥

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি হবে

গাছপালা ভরে ধুলো, ফুলগুলো মাটিতে ঝরেছে
কোথায় কখন বৃষ্টি হবে
পাতা ফুল হৃদয় জুড়োবে
কোথায় কখন বৃষ্টি হবে ?

হাঁ করে রয়েছে পাখি ডালে
গিরগিটি পাতার আড়ালে
হাঁ করে রয়েছে পাখি ডালে।

কোথায় কখন বৃষ্টি হবে
পাতা পাখি হৃদয় জুড়োবে ?
কোথায় কখন বৃষ্টি হবে ?

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের ইচ্ছে ছিলো পুড়ে
খসে তারাটির মতো দূরে
জলের ভিতরে শুয়ে রবে।
কোথায় কখন বৃষ্টি হবে
কখন কোথায় বৃষ্টি হবে ?

কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি

চাইনি, হঠাৎ বৃষ্টি, টগবগিয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের
মতো বাজলো টিনসেডে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো ফুল।
জঞ্জালের টিলা বেয়ে কষ নামলো, ভিন্ন কালীঝোরা –
বাংলোর বদলে যতো বদখত বাড়ির সুমুখে
কলকাতার, বৃষ্টি এলো, বৃষ্টিতে ভাসিয়ে চললো গলি –
গলির ভিতরে গল্প, কাঁথাকানি, আঁশখোসা সবই
মধ্যবিত্ত মানুষের ঘরের গুমোট, অগোছালো
কাগজের রীতিনীতি, ভোটপত্র, শুকনো কুচো কাঠ –
এইসব। বৃষ্টি থেকে বৃষ্টির চড়ুইভাতি তার,
কলকাতার কাজে লাগে, মরাঘাস – তারও কাজে লাগে।
এদিকে আঁতুড়ঘর, অন্যদিকে নিমতলার ছাই
জন্মমৃত্যু, খুঁটিনাটি বৃষ্টিতে বিন্যস্ত হয়ে থাকে।
মলমলের খোলে শোয় অনিবার্য কাপাসের তুলো,
কলকাতার বুক পেতে বৃষ্টি একটু রাত করে শুলো॥

BANGLADARSHAN.COM